ঊষা ফিল্মসের

সন্ন্যাসী রাজা

পরিচালনা · পীযূষ বসু · চণ্ডীমাতা পরিবেশিত

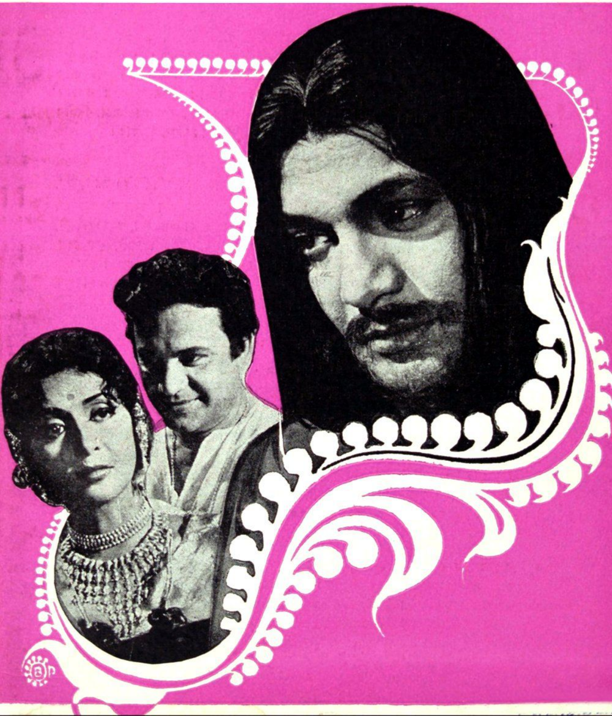

অসীম সরকার প্রযোজিত উষা ফিল্মসের তৃতীয় নিবেদন

সন্ন্যাসীরাজা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পীযূষ বসু**

সঙ্গীত : **নচিকেতা ঘোষ**

কাহিনী : **অসীম সরকার**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্পনির্দেশ : সূর্য্য চ্যাটার্জী ॥ শব্দগ্রহণ : রবীন সেনগুপ্ত ॥ সঙ্গীতগ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী, শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ শব্দ-পুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ কর্মাধ্যক্ষ : কৈলাশ বাগচী ॥ ব্যবস্থাপনা : সন্তোষ দাসগুপ্ত ॥ পটশিল্পী : নবকুমার কয়াল ॥ রূপসজ্জা : নিতাই সরকার ও অনাথ চক্রবর্ত্তী ॥ কেশ-বিন্যাস : কবরী ॥ সাজসজ্জা : শেখ পেয়ার আলি ॥ স্থির-চিত্র : এড্না লরেঞ্জ ॥ প্রচার : ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ॥ পরিচয়-লিপি : দিগেন ষ্টুডিও ॥ চিত্রগৃহ-সজ্জা : অনুপ কর্মকার।

॥ রূপায়ণে ॥

উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, রবীন ব্যানার্জী, স্বপন কুমার (অতিথি-শিল্পী) তরুণকুমার, শম্ভূ ভট্টাচার্য্য, নির্মল ঘোষ, তরুণ মিত্র, শীতেষ চক্রবর্ত্তী, অতি দাস, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, নিতাই রায়, সত্য ব্যানার্জী, বলরাম রায়, বিভু দত্ত, দাশরথি নাগ, সুলতা চৌধুরী, কল্যাণী মণ্ডল, কল্যাণী অধিকারী, প্রমীলা, ত্রিবেদী, গীতা কর্মকার, বিজয়া চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণা ঘোষ, শিখা ভট্টাচার্য্য জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, জীবন গুহ, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, রাম ভট্টাচার্য্য, সুবল দত্ত, বিরাজ দত্ত, বীরু চক্রবর্ত্তী, উদয় ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ॥ সুনীল ব্যানার্জী, তপন বিশ্বাস, হারাধন বিশ্বাস, জীতেন চক্রবর্ত্তী, প্রশান্ত ঘোষ, তপন বিট্, শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, উজ্জল নাগ, দীপক রাহা, বীরবল মিত্র, দীপক নাগ, বাবলু দাস, শ্যামল ঘোষ, সুনীল সাহা, মোহন সিং।

গীতরচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ॥ সঙ্গীত-কণ্ঠ : **হেমন্ত মুখার্জী, মান্না দে।**

নৃত্য-পরিকল্পনা : নরেশকুমার ॥ নৃত্যে সুমিত্রা মিত্র, রূপা ব্যানার্জী, শিখা ভট্টাচার্য্য।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : জয়ন্ত বোস, উদয় ভট্টাচার্য্য ॥ দৃশ্যগ্রহণ : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত ॥ সম্পাদনা : সুনীত সাহা ॥ ব্যবস্থাপনা : যতীন মুখার্জী ॥ শিল্প-নির্দেশ : রাম ভট্টাচার্য্য ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন, পাঁচু গোপাল ঘোষ, ভোলা সরকার, রবীন চৌধুরী ॥ রূপসজ্জা : নৃপেন চ্যাটার্জী ॥ সাজ-সজ্জা : কার্ত্তিক লস্কা ॥ আলোকসম্পাতে : সতীশ চন্দ্র হালদার, দুখীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, মঙ্গল সিং, বেণুধর বিশাল, অনিল পাল, মধু গোস্বামী, গোবিন্দ হালদার ॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, অবনী মজুমদার, ফণী ভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, পঞ্চানন ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

এ, টি, দাঁ, দ্বারিক ডেকরেটার্স (বড়গাছিয়া) জীবন ও যুগল, কিশোর দাস ॥ বাগবাজার ব্যায়াম সমিতি : নারায়ণ সাধুখাঁ, দিলীপ সাধুখাঁ, প্রণব বসু, জগৎবল্লভপুর গ্রামবাসী।

প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে গৃহীত আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এর পরিস্ফুটিত।

চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড পরিবেশিত।

কাহিনী

বারোদী স্টেটের রাজা শ্রীসূর্য্যকিশোর নাগচৌধুরীর প্রজানুরঞ্জন বলে খ্যাতি আছে। বিরাট পরগণার সকল প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে নজর রাখতে গিয়ে অনেক সময় নিজের সংসারের কথা, ইন্দুর কথা তিনি ভুলে যান। ইন্দু গরীবের মেয়ে কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। রাজা তাঁকে বিয়ে করে রাজ-প্রসাদে এনেছেন। কিন্তু রাণী ইন্দুমতী রাজার অপরিসীম ভালবাসা পাওয়া সত্ত্বেও রাজ-প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে বড় একাকী বোধ করেন। মনে হয় বুঝি তিনি স্বামীর সবটুকু ভালবাসা পান নি।

রাজা সূর্য্যকিশোর প্রজাদের সুখ

দুঃখের খবর নিতে ইন্দুমতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-তিথির মিলন-বাসরের কথা বিস্মৃত হ'ন। এক দুঃস্থ প্রজার মেয়ের বিয়ের গণ্ডগোল শুনে সেখানে ছুটে যান রাজা। কোথায় কোন প্রজার বাড়ীতে আগুন লেগেছে সেখানে রাজা স্বয়ং ছুটে যান আগুন নেভাতে।

রাজার তিনটি নেশা ছিল। লাঠিখেলা, দাবাখেলা, আর ভারতবিখ্যাত বাইজীদের নূপুর নিক্কনের সঙ্গে সুর, তাল ও লয় মিলিয়ে গান গাওয়া।

নিতাই সর্দ্দারের দলের সঙ্গে লাঠিখেলার ব্যাপারটা বা বন্ধুদের সঙ্গে দাবা খেলায় মেতে ওঠা হয়তো সহ্য করা চলে কিন্তু প্রতি রাত্রে যখন জলসাঘরের সমস্ত আলো জলে ওঠে আর বাইজীর ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে রাজার কণ্ঠের গান প্রাসাদের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তখন রাণী ইন্দুমতী তাঁর দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থ মধুযামিনীর মনোবেদনায় ভেঙে পড়েন।

প্রিয় পরিচারিকা বিলাসী মারফৎ প্রাসাদের ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুমের ওষুধ এনে খান। বিলাসীকে হাত করে ডাক্তার রাজার এই উদাসীনতার কথা ও রাণীর মনের অবস্থা জানতে পারে। রাজার অর্থে পালিত বিজয় চক্রবর্ত্তী ডাক্তারী পাশ করে রাজার কৃপায় রাজ-প্রাসাদের ডাক্তার হিসাবে আশ্রয় পেয়েছে।

দাবার নেশায় মত্ত, সুরের নেশায় বিভোর আপন-ভোলা রাজার আশ্রিত এই ডাক্তারের মনে লোভ আর লালসার কুটিল চিন্তা সরীসৃপের মত ছোবল মারতে উদ্যত হ'ল। রাজার সাময়িক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে রাজাকে রোজ একটু একটু বিষ ইনজেকসন্ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে লাগল।

আর এক বিনিদ্র অস্থির রাত্রে স্বামীবিরহবিধুরা রাণী ইন্দুমতী যখন অন্তরের জ্বালায়, অতৃপ্ত যৌবনের জ্বালায় উতলা হয়ে উঠেছেন তখন শয়তান ডাক্তার তাঁকে আরও উত্তেজক ওষুধ নিজে হাতে খাইয়ে তার লালসা পরিতৃপ্ত করে।

একমাত্র বিলাসী রাখে শয়তানের শয়তানির সব খবর। এই বিলাসীই পরে একদিন পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তার কুকীর্ত্তির একমাত্র সাক্ষী বিলাসীকে ডাক্তার কুয়োর মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হত্যা করে।

ক্রমাগত বিষপ্রয়োগের ফলে রাজা সূর্য্যকিশোর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারের পরামর্শ মত স্বল্প কয়েকজন সঙ্গী ও রাণীকে নিয়ে রাজা ওয়ালটেয়ারের সমুদ্র-তীরে স্বাস্থ্য উদ্ধারে আসেন। সেখানে ডাক্তার রাজাকে হত্যা করে। ডাক্তারের নিযুক্ত লোক দিয়ে রাজার মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির দাপটে রাজার শবযাত্রীরা রাজার শব সমুদ্রের ধারে ফেলে পালিয়ে যায়। অতি প্রত্যুষে একদল সন্ন্যাসী সমুদ্রতীর দিয়ে যাওয়ার সময় এই মৃতদেহের মধ্যে তখন প্রাণের স্পন্দন পেয়ে তাকে তুলে নিয়ে আশ্রমে আসেন।

ডাক্তার রাণীকে নিয়ে বারোদীতে ফিরে আসে। প্রজারা তাদের প্রিয় রাজার মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারে না। ডাক্তারই এখন বারোদী রাজ্যের সর্বময়কর্তা। কয়েক বছরের মধ্যে প্রজাদের মধ্যে হাহাকার ওঠে। অনেক প্রজা হয় ভূমিহীন। বিশ্বস্ত কর্মচারীরা হয় বরখাস্ত। অতিথিশালা বন্ধ। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ওষুধের জন্য পয়সা লাগে।

ডাক্তারের অত্যাচারে জর্জরিত বারোদী ষ্টেটের প্রজাদের মনে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন সেখানে দেখা দিলেন এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী। সকলে বলাবলি করছে সন্ন্যাসী হচ্ছে রাজা সূর্য্যকিশোর। রাণী ছুটে এলেন নবাগত সন্ন্যাসীকে দেখতে। আর এলো ডাক্তার। কে এই সন্ন্যাসী ?

সঙ্গীত

(১)

আ: শশীকান্ত কি হচ্ছে,
দাদরা বাজাও দাদরা
কাহারবা নয় দাদরা বাজাও
কাহারবা নয় দাদরা বাজাও
উলটো পালটা মারছো চাটি
শশীকান্ত তুমিই দেখছি
আসরটাকে করবে মা
কাহারবা নয় দাদরা বাজাও।
রোশনী বায়ের পায়ের পায়েল
কলজেটাকে করুক ঘায়েল
আমার পদ্মপাতায় লাগবে না দাগ
কলঙ্ক পাঁক যতই ঘাঁটি
পদ্মপাতায় লাগবে না দাগ
কলঙ্ক পাঁক যতই ঘাঁটি
আ: শশীকান্ত তুমিই দেখছি
আসরটাকে করবে মাটী
কাহারবা নয় দাদরা বাজাও
গোলাপজল দাও ছিটিয়ে
গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছড়াও
ভুলতে যে চাই বুকের জ্বালা
রক্তে নেশার আগুন ধরাও
গোলাপ-জল দাও ছিটিয়ে
প্রতি রাতের এই যে আসর
এইতো আমার জীবন বাসর
আমার ইচ্ছে করে শূণ্যে উঠে
মেঘের ওপর দিয়ে হাঁটি
আ: শশীকান্ত তুমিই দেখছি
আসরটাকে করবে মাটি
কাহারবা নয় দাদরা বাজাও
উলটো পালটা মারছো চাটী
শশীকান্ত তুমিই দেখছি
আসরটাকে করবে মাটী
কাহারবা নয় দাদরা বাজাও।

(২)

হুজুর ব'লে সেলাম কোরে
হুকুম আমার সবাই মানে
যদি চাঁদকে বলি ডুবোনা আর—
কি বুঝলে—
সে কি আমার কথা তুলবে কানে
হুজুর বলে সেলাম কোরে
হুকুম আমার সবাই মানে
পালিয়ে যাওয়াই চাঁদে স্বভাব
সে জানেনা কে বাদশা নবাব
বুঝলে সাকী এমনি কোরেই
নিভবে বাতি রোশন দানে
হুজুর ব'লে সেলাম কোরে
হুকুম আমার সবাই মানে।

(৩)

ডাক্তার—
কারণ সেবায় বারণ কর
জানতে পারি কারণটা কি
আমার সুরাতো নয় সুরের নেশা
তবু শুনতে হবে কারণটা কি
কারণ সেবায় বারণ কর
রূপের মোহে নেশা করে
টাকার নেশায় কেউবা মরে
আমি ঠুংরি গজল দাদরা ধরি
সুরের নেশায় মেজাজ করি
ভগবানই জানেন তোমার
চিকিৎসার এ ধরণটা কি
চাওগো আমার মনটা কি
কারণ সেবায় বারণ কর
জানতে পারি কারণটা কি
কারণ সেবায় বারণ করো।

(৪)

ঘর-সংসার সবাইতো চায়
ক'জনের আর মেটে আশা
টাকা থেকেও সবই ফাঁকা সখি
না যদি পাও ভালবাসা
ঘর-সংসার সবাইতো চায়
পেয়েছে যে প্রেমেরই স্বাদ
ওসে চায়না মহল
চায়না প্রাসাদ
কুঁড়ে ঘরেই স্বর্গ যে তার
ভালোবাসার ভালোবাসা
ঘর-সংসার সবাইতো চায়
ক'জনের আর মেটে আশা
টাকা থেকেও সবই ফাঁকা সখি
না যদি পাও ভালোবাসা
ঘর-সংসার সবাইতো চায়
যে বাড়ীতে বাওনা সখি
জুড়াবেনা বুকের জ্বালা
কমবে ব্যথা এক অষুধে
পড় যদি প্রেমের মালা
জুড়াবে যে বুকের জ্বালা।
সুখ সুখ সুখ
সখি ঘুরছ মিছেই সুখের আশায়
লোভ লালসায় নেই কোন সুখ
সুখ আছে সই ভালবাসায়
সুখ সুখ সুখ।

(৫)

ওগো বেশী দাম বলকার
ওই চন্দ্রমুখ না এই চন্দ্রহার
কি ভাবে তুলনা করি
কাকে ছেড়ে কাকে ধরি
বুঝিতে চেয়েও বুঝিতে পারিনা
কে কার অহংকার
ওই চন্দ্রমুখ না এই চন্দ্রহার
সে রাত পড়ে কি মনে
সেদিন বাসর কোণে
ওগো সে রাত পড়ে কি মনে
সেদিন বাসর কোণে
এই মুখ দেখে বলেছি তোমায়
বুঝেছো কি আমি কার
ঐ চন্দ্রমুখ না এই চন্দ্রহার
ওগো বেশী দাম বল কার
ঐ চন্দ্রমুখ না এই চন্দ্রহার।

(৬)

কত রসিক দেখো ভগবান
নেই ভুল তাতে
ফুলের সৃষ্টি করেছিলেন
তাইতো নিজের হাতে
কত রসিক দেখ ভগবান
ফুল সাজাতে লাগে, পূজোয় লাগে
লাগে মালায় গেঁথে নিতে
লাগে জন্মদিনে ফুলসজ্জায়
লাগে মৃতদেহ সাজিয়ে দিতে
হায়—য়—য়—হায়
কত রসিক দেখো ভগবান।
সে কথা কি জানে ইন্দু
জোছনাকে বুকে ধরে
ভালোবাসে তাকে সিন্ধু
সে কথা কি জানে ইন্দু
যেথানে যখনই থাকি
ঐ মুখ ধরে রাখি
আমি যেন পদ্মপাতায়
একটি শিশির বিন্দু
সে কথা কি জানে ইন্দু…

(৭)

পূজা কি গো থেমে যায়
দেবতা দেখিনি বলে
পতি যদি দূরে থাকে
সিঁথি কিগো সিঁদুর তোলে
পূজা কিগো থেমে যায়
মনেতে যায় ছবি আঁকা
যায় কি তাকে ভুলে থাকা
মনে কি আড়াল পড়ে
চোখেরই আড়াল হলে
পূজা কিগো থেমে যায়
দেবতা দেখেনি বলে।
ভালোবাসার আগুন জ্বালাও
ঝাড় বাতিটা নিভিয়ে দাও
চোখের থেকে বিজলী ছোঁড়
ওড়নাটাকে সরিয়ে নাও
ভালোবাসার আগুন জ্বালাও
ওই ঝাড় বাতিটা নিভিয়ে দাও
চোখের থেকে বিজলী ছোঁড়
ওড়নাটাকে সরিয়ে নাও
ভালোবাসার আগুন জ্বালাও
রূপের ঐ রোশনী তোমার
সব কিছু আজ পুড়িয়ে যাক্
কাহিনীটা শেষ না করেই
জীবনটা নয় ফুরিয়ে যাক্
আজ সময়টাকে কয়েদখানায়
বন্দী কেন করতে যাও
চোখের থেকে বিজলী ছোঁড়
ওড়নাটাকে সরিয়ে নাও
ভালোবাসার আগুন জ্বালাও
দুটি চোখের বিষ পেয়ালায়
মরণ খেলা করছে ঐ
তুফান তুলে পায়ের নুপুর
পরদুনে বোল ধরছে ঐ
ঐ বাজপাখীটার মতই কি আজ
ঝড়ের মুখে উড়তে চাও

(৮)

হাজি,
তাং থুন্ গা তাকা তাকা থুন গা তাকা
তাকাকে থুন গা তাকা তিগধা দিগি দিগি থেই
তিগধা দিগ দিগ থেই তত্ তত থেই
ধিন না—না তৃতিম্ না
ধিন না—না ধিন ধিন না
তারাদিম্ তারাদিম্ তারাদিম্
তাদারে দারে দানি নিদানি
তারাদিম্ দারাদিম্ দারাদিম্
তা দারে দারে দানি নিরানি
ও দানি ও দানি দানি
তাদারে তাদারে দানি
ও দানা দিন্ তা না–না—না
তাদারে তাদারে দানি দানি
ধা কেটে তাক্ ধুম্ কেটে তাক্ ধেতাক্রান
দারাদিম্ দারাদিম্ দারাদিম্
তাদা দারে দারে দা নিধা দানি
দারাদিম্ দারাদিম্ দারাদিম
তাদারে দারে দা নিধাদি
ওদানি ওদানি দানি
তাদারে তাদারে দানি
ধা কেটে তাক্ ধুম কেটে তাক্ ধেতাক্রান
দিম্ দিম্ দিম্ দিম্ তা না—না— না
দিম্ তা না—না—না
দিম্ তা না
দিম্ তানা
দিম্ দিম্ দিম্ তা—না—না—না
দিম্ তা না থুম
থুন্ না থুন্ না থুন্ থুন্
থুন্ থুন্ থুন্ থুন্ তা—না—না—না
থুন্ তা না থুন্ তা না
তা থা থুন্ তা থা থুন্
তা থা থুন্ তা থা থুন্
না থুন্—না থ ন—না থুন্—না থুন
না থুন্—না—

(৯)

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ
কসং ত্বং বা কৃত আযাতঃ
তত্ত্বং চিন্তায় তদিদং ভ্রাতঃ
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
গোবিন্দং ভজ মূঢ় মতে
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম
মায়াময় মিদম্ অখিলং হিত্বা
ব্রহ্ম পদং প্রবিশাসু বিদিত্বা
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
গোবিন্দং ভজ মূঢ় মতে
নলিনী দলগত হলমতি তরলং
তদ্বজ্জীবিতন্ অতিশয় চপলম
ক্ষনমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরনে নৌকা
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
গোবিন্দং ভজ মূঢ় মতে
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ
কসং ত্বং বা কৃত আযাতঃ
তত্ত্বং চিন্তায় তদিদং ভ্রাতঃ
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
গোবিন্দং ভজ মূঢ় মতে
হরি ওঁ হরি ওঁ
হরি ওঁ হরি ওঁ।

উত্তমকুমার অভিনীত

চণ্ডীকা ফিল্মসের

অসাধারণ

কাহিনী ও পরিচালনা

সলিল সেন

সঙ্গীত-নচিকেতা ঘোষ

আরতি-উৎপল-বিকাশ-কমল-দিলীপরায়-ভানু-জহর-জয়শ্রীরায়-হারাধন-সন্তোষ দত্ত-তপেন-তরুণ-অশোক

ও নবাগত সন্তু মুখার্জী

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

অসীম সরকার প্রযোজিত ঊষা ফিল্মসের

উত্তম

আরতি · প্রেমানারায়ণ অভিনীত

রাজদ্রোহী

রূপায়ণে-বিকাশ-দিলীপরায়-নীলিমা দাস-তরুণ

ও স্বপনকুমার

পরিচালনা-পীযূষ বসু

সঙ্গীত-শ্যামল মিত্র